দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... DEC 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দিয়েছিল। দেশে ছিল না একটি বিজ্ঞান-মনস্ক ও মানবতাবাদী শিক্ষানীতি। আমাদের শিশুদেরকে জানতে দেয়া হয়নি তার পরিচয়। শিশু অধিকার রক্ষায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। তাদের মানসিক বিকাশ হয়েছে রুদ্ধ। সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা আমরা দিতে পারিনি। এই শিশুরাই আজ যুবক-যুবতীতে পরিণত হয়েছে। তারা আজ হতাশাগ্রস্ত। সমাজের তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি তথ্য এখানে উপস্থাপন করছি যা বর্তমান সমাজব্যবস্থার একটি ভয়াবহ দিক। গত চার বছরে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে উভয় পরীক্ষায় (১৬ লাখ+১৬ লাখ) ৩২ লাখ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এই ছাত্রছাত্রীদের পেছনে নির্বাহিত ব্যয়ের হিসাব চিন্তা করলে আঁতকে উঠতে হয়। এইসব ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকসমাজ কি শিক্ষা দিয়েছেন গত ১০/১২ বৎসর যাবৎ তারা কি বিবেক দ্বারা দংশিত হন!

এই যুবকরা খুব সঙ্গত কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বেকারত্বের যন্ত্রণায় নেশাগ্রস্ত হবে, সন্ত্রাস করবে এবং করছে। দেশ যেসব কারণে সন্ত্রাসের নাগপাশে আবদ্ধ এটি তার মধ্যে অন্যতম। এই মুহূর্তে এক কোটি ত্রিশ লাখ শিশু প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী অবস্থায় আছে। এর মধ্যে ৩০% হতে ৩৫% শিশু হয়তো শিক্ষার আলো পাবে। বাকিরা শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। এদের অধিকাংশ বসবাস করে গ্রামে, শহরে ও শহরের বস্তিতে। এই শিশুদের অধিকার ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে তারা একবিংশ শতাব্দীতে দেশ ও জাতির জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। একটি সুখী-সুন্দর গণতন্ত্রী সমাজ, সহনশীল সমাজ গঠন সুদূরপরাহত হবে। শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সমাজপতিরা এই সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসবেন, এই শিশুদের ঠিকানার সন্ধান দেবেন।

পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস করবেন, বিজ্ঞানমনস্ক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং স্বকর্মসংস্থান ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। জাতির শ্রেষ্ঠ সংগঠকদের বিশেষ করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা ইমামের জীবনভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে দৃষ্টিদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের শিশুদের মানসিক বিকাশে এই মহীয়সী নারীদের জীবন ও জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা সহায়ক হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নব আঙ্গিকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

আহমেদ
বি. কে রোড, খুলনা।

শিক্ষা কোটি টোকাইয়ের অধিকার

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অর্জন এসেছিল ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের ২১ বছরের ইতিহাসে যা ব্ল্যাক আউট করে রাখা হয়েছিল।

এই একুশ বছরের প্রজন্ম তাদের শিকড়ের সন্ধান খুঁজে পায় না, পায় না খুঁজে তাদের ঠিকানা। '৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের চাকাকে পেছন দিকে ঠেলে